দুর্ঘটনায় বাসে আগুন

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন এক বাইকচালক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন ৩১ডি জাতীয় সড়কে। আহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পর আগুন লেগে যায় বাইকটিতে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাসটিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে, দমকল ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বাইকটি জলপাইগুড়ির দিক থেকে ময়নাগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসছিল কোচবিহার-শিলিগুড়ির রুটের একটি বেসরকারি বাস। তিস্তা সেতুর কাছে বাস-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন বাইকের চালক। কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, বাসটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে দুর্ঘটনার জেরে পুড়ে গিয়েছে বাস। ছবি ঃ সমীর

স্বনির্ভর সমিতির জয়ী সদস্যাকে অপহরণের অভিযোগ

ধূপগুড়ি ও গয়েরকাটা, ১৪ নভেম্বর ঃ মহিলা স্বনির্ভর সমিতির বোর্ড গঠনের আগেই জয়ী সদস্যাকে অপহরণ করা হল বলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। মহিলার স্বামীর অভিযোগ, সোমবার রাতে তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়। মঙ্গলবার তিনি প্রশাসনের কাছে এবিষয়ে অভিযোগ জানাতে যান। বের হওয়ার সময় তিনি দেখেন, তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তৃণমূল নেতারা একটি গাড়িতে ব্লক অফিসের কাছে চলে এসেছেন। সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অভিযোগ, মহিলার স্বামী কৃষ্ণ রায় ও তাঁর সঙ্গে থাকা প্রতিবেশী মানিক রায়কে মারধর করা হয়। কৃষ্ণবাবুকে দ্রুত বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ওই মহিলা স্রেফ দলবদল করেছেন বলে তারা দাবি জানিয়েছে। এদিকে, যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সেই মহিলা অবশ্য কোনো কথা বলতে চাননি। বিডিও কৃষ্ণবাবুকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে বললেও এঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ধূপগুড়ি ব্লকজুড়ে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তথা সংঘের বোর্ড গঠন নির্বাচন হয়। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীকে লড়াই না হওয়ায় বিভিন্ন দল তাদের প্রভাবিত সদস্যাদের লড়াইয়ে নামায়। জয়ী সদস্যাদের ভোটাভুটিতে মঙ্গলবার বোর্ড গঠন করা হবে বলে ঠিক করা হয়। এদিন শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তথা সংঘের বোর্ড গঠনে জয়ী আট সদস্যের মধ্যে মাত্র চারজন উপস্থিত ছিলেন। এরই মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে নানা অভিযোগ আসতে থাকে। কৃষ্ণবাবু বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা সোমবার রাতে আমার স্ত্রী মায়া রায়কে অপহরণ করেন। এনিয়ে মঙ্গলবার আমি বিডিও-কে অভিযোগ জানাতে চাই। বের হওয়ার সময় দেখি তৃণমূল নেতারা আমার স্ত্রীকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে আসছেন। আমি সেই সময় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি ও আমার সঙ্গে থাকা এক প্রতিবেশীকে মারধর করা হয়।' কংগ্রেস কর্মী কৃষ্ণবাবুর অভিযোগ অবশ্য তৃণমূল কিছুতেই মানতে রাজি নয়। দলের বানারহাট সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি রাজু গুরুং বলেন, 'মায়াদেবী সহ আরও দুই নির্দল জয়ী সদস্যা সোমবার রাতে আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে মোটেও অপহরণ করা হয়নি। তিনি নিজেই আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। এমনকি আমাদের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি নিজেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।' পাশাপাশি, মারধরের অভিযোগও অস্বীকারও করা হয়েছে।

মোদির সমালোচনায় মুখর বেচারাম

নকশালবাড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ অচ্ছে দিনের স্লোগান তুলে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। বাস্তবে কিন্তু সুদিন আসেনি। দিন দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। গরিব মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে জমা হবে বলে মোদি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এতদিনে একটি পয়সাও জমা পড়েনি। কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি? সোমবার নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে দার্জিলিং জেলা কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত সভায় এই অভিযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক বেচারাম মান্না। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। ৮০-৮৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হয়। আগে রাজ্যে জেসিআই-এর ১৭১টি পাট ক্রয়কেন্দ্র ছিল। সেই সংখ্যা ক্রমন্বয়ে কমে যাচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেসিআই-কে পাটের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। চটের ব্যাগের ব্যবহারও ক্রমাগত কমানো হচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্ত সুযোগসুবিধা দেবার দাবিতেও তাঁদের সংগঠন আন্দোলনে নামছে। এদিনের সভায় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি অমর সিনহা, নকশালবাড়ি ব্লক-২ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পৃথ্বীশ রায়, দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি-র কার্যকরী সভাপতি নির্জল দে প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ব্লকের কৃষকরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রের অপমৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ নভেম্বর ঃ অপমৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোয়ালজোতে বাড়ি ওই ছাত্রের। নাম মতিউল রহমান (২০)। সে নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। যদিও এ বছর সে পাস করেনি। মঙ্গলবার সকালে শোবার ঘর থেকে গামছায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। তবে যে ঘরে ফাঁস লাগিয়েছিল সেই ঘরে মতিউলের দুই ভাইও ছিল। একই ঘরে দুটি পৃথক বিছানায় সোমবার রাতে ঘুমিয়েছিল তারা। তবে মতিউলের আত্মঘাতী হওয়ার সময় বিন্দুমাত্র টেরই পায়নি তার দুই ভাই। এদিকে, খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে আসে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বেশকিছু দিন ধরেই মতিউল মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তবে মতিউলের আত্মঘাতী হওয়ার পিছনে প্রণয়ঘটিত ব্যাপার থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

মডেল প্রদর্শনী ঃ মঙ্গলবার দুইদিনব্যাপী মডেল প্রদর্শনী চাকুলিয়া থানা এাকার একটি ইরেজিমাধ্যম স্কুলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাদার ব্লাসিউস সোরেং জানান, সোমবার থেকে এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে ওই মডেল তৈরি করেছে।

১২৭১ কিমি রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত রাজ্য পূর্ত দপ্তরের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ রাজ্য পূর্ত দপ্তর জলপাইগুড়ি জেলা ও আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক, লিংক রোড, আন্তর্জাতিক সড়ক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল। জলপাইগুড়ি জেলায় ৪৯৪ কিমি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ৩৬০ কিমি ও দার্জিলিং জেলায় ৪১৭ কিমি রাস্তা মেরামত করার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি কলকাতায় বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ রাস্তা মেরামতিতে ১০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পূর্ত দপ্তরের এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার বেহাল রাস্তার মেরামতির কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। মেরামতির টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত বছর কিছু কিছু রাস্তা খারাপ থাকলেও, এবারের বর্ষায় রাস্তাগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই দপ্তরের হাইপাওয়ার কমিটির সভায় সম্প্রতি কলকাতায় রাজ্যের বহু বেহাল সড়ক মেরামতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি পূর্ত দপ্তরের জলপাইগুড়ি বিভাগের অধীন রাস্তা সংস্কার করা হবে ১৭৭.৯৩ কিমি। যার মধ্যে ২৭টি বেহাল রাস্তা আছে। এগুলির মধ্যে ডুয়ার্সের গয়েরকাটা থেকে ভুটান সীমান্তবর্তী চামুর্চি রোড ২৪ কিমি, জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রোড ২৬ কিমি, জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রোডের ৪ কিমি, মণ্ডলঘাট রোড থেকে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি লিংক রোড ১১.২০ কিমি মেরামত করা হবে। মালবাজার থেকে বড়দিঘি ৯ কিমি, জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বেরুবাড়ি মোড়-বাজার পর্যন্ত দেড় কিমি, কোচবিহারের হলদিবাড়ির ধর্মীয় ক্ষেত্র হুজুর সাহেব মাজার যাতায়াতের লিংক রোড ০.৭০ কিমি, হলদিবাড়ি-মানিকগঞ্জ রোডের ৬ কিমি এবং জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি বাইপাস রাস্তার ৬ কিমি রাস্তা সহ আরও অনেক বেহাল রাস্তার সংস্কার করা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলায় ৪৯৪ কিমি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ৩৬০ কিমি ও দার্জিলিং জেলায় ৪১৭ কিমি রাস্তা মেরামত করার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি কলকাতায় বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ রাস্তা মেরামতিতে ১০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি পূর্ত দপ্তরের হাইওয়ে বিভাগের (রোডস) অধীন মোট ৩১৭ কিমি রাস্তা মেরামত করা হবে। এই বিভাগের অধীন বড়দিঘি-নাগরাকাটা রোডের ১৩ কিমি, নাগরাকাটার চ্যাংমারি-আপার চ্যাংমারি রোডের ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ৭.২০ কিমি, বেহাল ধূপগুড়ি-ফালাকাটা রোডের ৩.৩৫ কিমি, ধূপগুড়ি-নাথুয়া রোডের ১৭.৭০ কিমি, দোমোহনি বাজার থেকে তিস্তা সেতুর অ্যাপ্রোচ রাস্তার ২.৩৬ কিমি, জলপাইগুড়ি শহরতলির গোশালা মোড় থেকে ফাটাপুকুর পর্যন্ত জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাস্তার ২৪.৮০ কিমি, ময়নাগুড়ির বাইপাসে জল্পেশ যাওয়ার রাস্তার মোড় থেকে চ্যাংরাবান্ধা যাবার দিকে জল্পেশ মন্দির পর্যন্ত ৩.৮০ কিমি, লাটাগুড়ি-বোদাগঞ্জ রাস্তার ৬ কিমি, এনজেপি থেকে ভুটকিরহাট রোড পর্যন্ত ২.১০ কিমি, ক্রান্তি থেকে ওদলাবাড়ি পর্যন্ত ২৫ কিমি রাস্তা সহ এই হাইওয়ে ডিভিশনের অধীনে ৩৭টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেরামত করা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ ও ভুটান সীমান্তের মতো আলিপুরদুয়ার জেলাতেই ভারত-ভুটান এবং অসম সীমান্তের একাধিক বেহাল রাস্তা ছাড়াও পর্যটন কেন্দ্রের যাতায়াতের বহু রাস্তাও সংস্কার করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পূর্ত দপ্তরের কনস্ট্রাকশন বিভাগের অধীন সাতটি রাস্তার মধ্যে ১০৫ কিমি বেহাল রাস্তা মেরামতির কাজ করা হবে। যার মধ্যে, আলিপুরদুয়ার-পাতলাখাওয়া রোড (সোনাপুর থেকে আলিপুরদুয়ার) ১৭.৬০ কিমি, আলিপুরদুয়ার-ভলকা রোডের ২১.২৫ কিমি, বক্সা ফরেস্ট রোড (আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া) ১৬ কিমি, বক্সা ফরেস্ট রোডের সাড়ে নয় কিমি, কুমারগ্রাম থেকে জোড়াই রোড ২৫ কিমি সংস্কার করা হবে। অন্যদিকে, পূর্ত দপ্তরের আলিপুরদুয়ার হাইওয়ে বিভাগের (রোডস)-র থেকে ২২টি রাস্তার মিধ্যে ২৫৫ কিমি বেহাল রাস্তা মেরামতি করা হবে। যার মধ্যে বক্সা থেকে জয়ন্তী রাস্তার ৫.২০ কিমি, দলগাঁও-গোমটু ভুটানের রাস্তার ১০ কিমি, দলগাঁও-লঙ্কাপাড়া রাস্তার ১৮ কিমি, ফালাকাটা-মাদারিহাটের রাজ্য সড়ক ২২.৭০ কিমি, কালচিনি থেকে পাটকাপাড়া রাস্তার ১৭.৮৪ কিমি, রাজাভাতখাওয়া -জয়গাঁ রোড (পুরানো হাসিমারা পর্যন্ত) ২৪.৫০ কিমি, সিঞ্চুলা হিল রোডের ৫ কিমি সহ আরও অনেক রাস্তা মেরামত হচ্ছে।

পুলিশকর্মীর তৎপরতায় অস্ত্রোপচার হল অমিতের

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর ঃ পুলিশকর্মীর তৎপরতায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ছেলের অস্ত্রোপচার করাতে পেরে খুশি চোপড়ার চন্দনিডাঙ্গা গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবার। মাঝিয়ালি হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়াশোনা আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গত এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশ হতেই বিধাননগর এলাকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা তথা পুলিশকর্মী বাপন দাস ওই ছাত্রের বাড়িতে পৌঁছে ছেলের চিকিৎসার ব্যাপারে তার বাবা-মাকে আশ্বস্ত করেন। চন্দনিডাঙ্গার বাসিন্দা সুরেশ সিংহ জানান, তারপর থেকেই বাপনবাবু নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। অমিত সিংহ নামে ওই ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ার খবরে খুশি সহপাঠী ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। পুলিশকর্মী বাপন দাস জানান, ১২ বছরের অমিতের অসুস্থতার কথা শুনে ছুটে এসে প্রথমে তার পরিবারকে আশ্বস্ত করেছিলাম। অবশেষে শিশুসাথী প্রকল্পের আওতায় অস্ত্রোপচারের সবরকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সোমবার হাওড়ায় একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে।

ফেরানো হল চন্দনকে

লাটাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ বন দপ্তর অবশেষে গরুমারার কুনকি হাতি চন্দনকে ফিরিয়ে আনল। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার দড়ি ছিঁড়ে চন্দন পালিয়ে গিয়েছিল। হাতিটিকে গরুমারার পিলখানায় ফিরিয়ে আনতে বনকর্মীরা রীতিমতো নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। মঙ্গলবার গরুমারার তিনটি কুনকিকে দিয়ে অভিযানে নেমে চন্দনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পিলাখানায় ফেরত নিয়ে আসা হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, 'এবার থেকে চন্দনের ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে।'

শিশু দিবস পালিত

ইসলামপুর, ১৪ নভম্বর ঃ ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় নেতাজি সুভাষ মঞ্চে শিশু দিবস পালিত হল। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক পরশকুমার সিং জানান, এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে শংসাপত্র ও বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু মহিলার

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর ঃ চোপড়া থানার গোলামিগছ এলাকায় এক আদিবাসী মহিলা খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার শুরুর পর ওই মহিলার মাথায় অতর্কিতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিনি মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়দের তৎপরতায় প্রথমে তাঁকে এলাকার দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে সেখান থেকে রাতেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম মিনু তিরকি (৩৫), স্থানীয় একটি চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এদিন কাজ থেকে ফিরে সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরে বের হতেই তাঁকে হামলার মুখে পড়তে হয়। তাঁর চিৎকার ও আর্তনাদ শুনেই প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসেন। ওই মহিলাকে পিছন থেকে সাইকেলে আসা এক ব্যক্তি ধারালো হাঁসুয়ার কোপ দিয়েই চম্পট দেয় বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। মৃতার স্বামী গোন্দলে টিগ্গা সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা জানান, আনুমানিক রাত সওয়া সাতটা নাগাদ বাড়িতে খবর পৌঁছায়। এই ঘটনায় আমরা সকলেই হতভম্ব। রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে সঞ্জয় ওরাওঁ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত সঞ্জয় মৃতার স্বামীর ভাইপো বলে জানা গিয়েছে। সঞ্জয়ের হাতেই শেষপর্যন্ত কাকিমাকে খুন হতে হল, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে, এ ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে ইতিমধ্যে সঞ্জয়কে ঘিরে একাধিক সন্দেহজনক প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। প্রথমত, ধৃত সঞ্জয় নাকি বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তন্ত্রমন্ত্রতে সে ঝুঁকেছিল। প্রতিবেশীদের এ ধরনের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ। চোপড়া থানার আইসি গৌতম রায় বলেন, 'খুনের ঘটনায় সঞ্জয় ওরাওঁ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি রিমান্ড চেয়ে এদিন আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, এলাকাবাসীর ধারণা সম্ভবত ডাইনি আতঙ্কে মিনু তিরকিকে খুন হতে হয়। তবে এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বিস্তীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ মঞ্চের চোপড়া শাখার সম্পাদক যোগেশ বর্মন বলেন তাঁদের কাছেও এ ধরনের খবর নেই।

মুখ খুললেন আশা গুরুং

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ পাহাড়ে না ফিরলেও অডিয়ো বার্তা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা নিরন্তন চালিয়ে যাচ্ছেন বিমল গুরুং। এবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিনয় তামাং-অনীত থাপাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন বিমল-জায়া আশা গুরুং। মঙ্গলবার তিনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন, নারী মোর্চার সভানেত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন তামাং-থাপারা। তাঁর বক্তব্য, ২০০৭-এ দলের তরফে নারী মোর্চার দায়িত্ব দিয়েছিল দল। তাই তিনি এখনও ওই পদে রয়েছেন। বিনয়রা যে দল চালাচ্ছেন, তা মোর্চা নয় বলেও অভিযোগ করেছেন আশা গুরুং। দিনক্ষণ না বললেও কিছুদিনের মধ্যে তিনি এবং বিমল গুরুং দার্জিলিংয়ে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন আশা। এদিকে, এদিন কলকাতায় রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করেছেন অনীত থাপা। জিটিএ-র ভাইস চেয়ারম্যান অনীত থাপা বর্তমান পাহাড় পরিস্থিতির পাশাপাশি পাহাড়ের চারটি পুরসভার অবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন পুরমন্ত্রীর সঙ্গে। তাঁদের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে পাহাড়ের পানীয় জল সমস্যা। অনীত জানিয়েছেন, পানীয় জলের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা মেরামতি সহ বেশ কয়েকটি কাজের জন্য তিনি বিশেষ অর্থ বরাদ্দের কথা পুরমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের আসার। অনীতের বক্তব্য, পুরমন্ত্রী কিছুদিনের মধ্যে পাহাড়ে আসবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন।

শিশু দিবসে পাহাড়ে অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ কেউ নানা পশুপাখি দেখে বিস্মিত, আবার কেউ জীবনে প্রথম টয়ট্রেনে উঠতে পেরে আত্মহারা। মঙ্গলবার শিশু দিবসে পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের দিনটা এভাবে আনন্দে কাটল। তাদের আনন্দ দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছিল দার্জিলিং জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটি। এদিন দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের শিশু দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। এরপর তাদের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শিশুদের জন্তুজানোয়ারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখানো হয়। 'জয়রাইড' টয়ট্রেনেও এদিন ওই শিশুদের পাহাড় পথে ঘোরানো হয়। জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির আধিকারিক পুনম রাই বলেন, 'শিশুদের শুধু আনন্দ দেওয়া নয়, তাদের শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য। একই সঙ্গে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে আমরা সমাজকে সচেতন করতে চাই।' প্রসঙ্গত, টানা সাতদিন ধরে পাহাড়ে শিশুদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ

ইসলামপুর, ১৪ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার ইসলামপুর ব্লক প্রাণীসম্পদ কেন্দ্রের উদ্যোগে পারমাটিকুন্ডার দলঞ্চা ফুটবল মাঠে প্রাণীসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ পালন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণীসম্পদের ভূমিকা শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা। ইসলামপুর প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক মনোজকুমার মাইতি জানান, এদিনের অনুষ্ঠানে উন্নত শংকর গাভি ও বকনা প্রদর্শনী ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া শতাধিক প্রাণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকাকরণ করা হয়েছে।

আরটিআই এবং আইনি পথে যেতে পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ ধূপগুড়ি বিএড কলেজে সিমেস্টার পরীক্ষায় ফেল করা ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আরটিআই করা ও আইনের পথেই যাওয়ার পরামর্শ দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২০১৬-১৮ ব্যাচের এই বিএড পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনে সোমবার সারাদিন উত্তপ্ত ছিল ধূপগুড়ি বিএড কলেজ চত্বর। তাঁদের বক্তব্য ছিল, চলতি বছর ২৪ জুলাই বিএড-এর ফার্স্ট সিমেস্টারের যে ফল প্রকাশ করা হয় তাতে প্রশিক্ষণরত হাইস্কুল শিক্ষক সহ মোট ৪৮ জন ফেল করা পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জন খাতা রি-অ্যাসেস করার পরেও পাস করতে পারেননি। তাঁদের পাস করানোর দায়িত্ব নিতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু কলেজ পরিচালন সমিতি ফেল করা পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপ দিতে অস্বীকার করে। সোমবার রাতে ধূপগুড়ির বিধায়ক, বিডিও, থানার আইসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নমিনি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় নমিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আলোচনার ব্যবস্থা করে দেন।

ধূপগুড়ি বিএড কলেজ

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে ধূপগুড়ি বিএড কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আব্দুল আওয়ালের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ ও আন্দোলনকারীদের চার প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক ডঃ জয়দীপ সেনের সঙ্গে দেখা করেন। এদিন পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক জানান, আমরা আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের জানিয়েছি, ফল প্রকাশ ও রি-অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে অবেদন করতে পারেন। তাহলে আমরা তাঁদের দেওয়া পরীক্ষার খাতার জেরক্স কপি তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারব। তখনও যদি পরীক্ষার্থীদের মনে হয় তাঁদের প্রাপ্য নম্বর দেওয়া হয়নি তাহলে তাঁরা আইনের পথেও যেতে পারেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের আইনের পথেই জবাব দেবে।

সূত্রের খবর, পরীক্ষা নিয়ামকের সঙ্গে আলোচনায় আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থীরা আরটিআই করে পরীক্ষার খাতা দেখতে চান বলেও জানিয়েছেন। এদিকে, এদিন পরীক্ষা নিয়ামকের সঙ্গে আলোচনা নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সহমর্মী। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কোনো কলেজ ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পাস করাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে চাপ দিতে পারে না। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ামকের থেকে শুনে আশা করি তাঁরা বাস্তবটা বুঝতে পেরেছেন।

ট্রাইবিউনালের রায় নিয়ে জোর জল্পনা এনবিইউ ক্যাম্পাসে

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দিলীপ সরকার ইশ্যুতে চলতি সপ্তাহেই চূড়ান্ত রায় দেবে রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত ট্রাইবিউনাল। রায় কী হবে তা নিয়েই এখন সরগরম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। ফের স্বপদে ফিরবেন কিনা বরখাস্ত রেজিস্ট্রার, সেটাই এখন ক্যাম্পাসের মূল আলোচনার বিষয়। তবে ট্রাইবিউনালের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন হলফনামা জমা দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। হাইকোর্ট হয়ে দিলীপ সরকারের সাসপেন্ড সংক্রান্ত মামলা গিয়েছিল সুপ্রিমকোর্টে। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে সেই মামলায় রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিমকোর্ট। দিলীপ সরকারকে বলা হয় যদি সেই সিদ্ধান্ত তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাহলে তিনি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার চাইতে পারবেন।

হলফনামা জমা দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

সুপ্রিমকোর্টের রায়ের পর ২০১৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিলীপ সরকারকে বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিচার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে চিঠি লেখেন দিলীপবাবু। সেই চিঠি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লিখিতভাবে যাবতীয় তথ্য জানতে চান আচার্য। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ২০১৬ সালের ২৮ নভেম্বর ট্রাইবিউনাল গঠনের জন্য তিনি রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনে ২৯ নভেম্বর রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে তিন সদস্যের ট্রাইবিউনাল গঠনের নির্দেশ জারি করা হয়। তিন সদস্যের একজন চেয়ারম্যান, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং অন্যজন দিলীপ সরকারের প্রতিনিধি। চেয়ারম্যান হিসাবে আইনজীবী ভাস্করপ্রসাদ বৈশ্যকে নিযুক্ত করেন আচার্য। ৫ ডিসেম্বর চেয়ারম্যানের কাছে নিজের প্রতিনিধির নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিলীপবাবু। প্রায় পাঁচ মাস টালবাহানার পর ২০১৭ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে তাদের প্রতিনিধির নাম পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরপর কয়েকবার সভা করার জন্য দুই পক্ষকে চিঠি পাঠান ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যান। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিবারই সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাদের প্রতিনিধি। শেষ পর্যন্ত ১৬ অক্টোবর শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে প্রথমবার ট্রাইবিউনালের শুনানি হয়। সেখানে ট্রাইবিউনালের ফুলবেঞ্চ উপস্থিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে আইনজীবী শ্যাম ডি নন্দন এবং দিলীপ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন।

ওই দিনের শুনানি শেষে তিন সদস্যের বেঞ্চ নির্দেশ দেয় নির্দিষ্ট ইশ্যুতে যাবতীয় প্রমাণপত্র সহ লিখিত হলফনামা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তিন সপ্তাহের মধ্যে বেঞ্চের কাছে জমা দিতে হবে এবং তার একটি প্রতিলিপি দিলীপবাবুকেও দিতে হবে। কিন্তু সেই হলফনামা জমা পড়েনি বলেই জানা গিয়েছে। ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলফনামা দিলে তার প্রেক্ষিতে কিছু বলার থাকলে হলফনামা জমা পড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সেটা দিলীপবাবুকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে, ট্রাইবিউনালের চূড়ান্ত শুনানি ও রায় দান হবে যথাক্রমে ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর। কলকাতার সল্টলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় বেলা ১১টা থেকে শুনানি শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। চূড়ান্ত শুনানির দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে উপস্থিত থাকতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কেন এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে হলফনামা জমা দেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে কোনো কথাই বলতে রাজি হননি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। তাঁদের বার বার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি, মেসেজ পাঠানো হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন দিলীপবাবুও।

ইপিএফের পেনশনেও জীবনপ্রমাণ শংসাপত্র -আধার সংযুক্তিকরণ

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ ইপিএফের আওতাভুক্ত পেনশনভোগীদের জীবনপ্রমাণ শংসাপত্র-আধার সংযুক্তিকরণ করতে হবে। তবে শারীরিক দিক থেকে অক্ষম পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ছাড় রয়েছে। শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম পেনশনভোগীরা আগের মতো লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিলেই পেনশন পাবেন। ১ নভেম্বর থেকে জীবনপ্রমাণ শংসাপত্র-আধারকার্ড সংযুক্তিকরণ করার কাজ শুরু হয়েছে। পিএফের জলপাইগুড়ির রিজিওনাল কমিশনার সুদীপ্ত ঘোষ জানান, এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে ৬৩৭, মালবাজারে ৮৮০ এবং জলপাইগুড়িতে ১ হাজার ৫০০ জন জীবনপ্রমাণ শংসাপত্র-আধারকার্ড সংযুক্তিকরণ করেছেন। পিএফ কমিশনার জানান, পেনশনভোগীদের এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত হতেই হবে। তবে শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম পেনশনভোগী, যাঁরা পিএফ দপ্তরে হাজির হতে পারবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিলেই চলবে। —সংবাদ নিউজ সার্ভিস